PK
1718
.B4657
T363
1935z
c.1
Gen

The University of Chicago Library

তমসা

শ্রীঅজয় কুমার ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
এক টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত বি-এস-সি
পূর্ব্বাশা প্রেস
১৫৭ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

রেণুকে—

পরম কল্যাণীয়া
শ্রীমতী মালিনী দেবী —

[illegible]

আঁধারের আত্মা

ঘুম ঘুম নিঃঝুম ঘুমায় পৃথিবী—
রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকার তন্দ্রাহীন ঈগলের মত
মেলিয়াছে ডানা।
ঘুম ঘুম সমুদ্রের চোখে ঘুম,—ফেনিল নর্ত্তন তার
শ্রান্তি মাঝে লভেছে বিরাম ; দানবীয় গরজন
লীন হলো প্রসুপ্তির পূর্ণ শূন্যতায়।
দিগন্তের অঙ্ক ছাড়ি' একটি নক্ষত্র—কক্ষচ্যুত—
ছুটে গেল কোন্ পথে কেবা জানে !
ঘুম ঘুম নিঃঝুম ঘুমায় বাতাস
অরণ্যের প্রশান্ত শাখায়।
ঘুমায় পৃথিবী—তাই মোর
অতৃপ্ত অতন্দ্র আত্মা বিস্মরণ-সমাধির পাষাণ ভেদিয়া
এসেছে বাহিরে, যেন প্রেত, অদেহী কামনা যেন—
যেন কোটী ভিসুবিয়াসের সর্ব্বগ্রাসী আকস্মিক অগ্ন্যুদ্গার !

ঘুম ঘুম ঘুমায় পৃথিবী—
ঘুমায় আমার প্রিয়া, কক্ষে জ্বলে মণিদীপ।
বাতায়ন-পথে শীকারীর তীব সম রশ্মি তা'র
ছুটে আসে বাহিরের পানে ;
দীর্ণ বক্ষে ফেটে যায় অন্ধ অন্ধকার মৌন আর্ত্তনাদে।
এ আলোক কদর্য্য আমার কাছে।
আমি আজ তমিস্রার ক্ষুব্ধ শিশু ;—তবু—তবু
আসিলাম তব বাতায়নে তোমাবে দেখিতে প্রিয়া !
ঘুমাও ঘুমাও নারী কোন ভয় নাই।
আমার জিঘাংসা ম'রে গেছে মোর সাথে ;
তা' না হ'লে—থাক্ সে অতীত ! ঘুমাও স্বপন-লক্ষ্মী
জীবনের ফুল-শয্যা'পরে।
আত্মা মোর আসিয়াছে দেখিবারে তব নিটোল শান্তির
বিন্যস্ত বিলাস।
তুমি নাহি জান' দেহহীন কামনার নারকীয় জ্বালা।
আকণ্ঠ করেছি পান কোটী কাল-নাগিনীর
তরল গরল ;
জ্যোতিহীন অগ্নিস্রোতে অবগাহি' করিয়াছি মুক্তিস্নান !

জীবনের পুষ্পমাল্য নিষ্পেষিত হলো মোর
মরণের মৃত্যুহীন রথচক্র তলে।
অন্ধকার, অন্ধকার শুধু রোদন করিছে মোর মহামৃত্যুলোকে।
আলোকের সহচরী তুমি বুঝিবে না মোর কথা—
মোর ভাষা।
তুমি আছ পুষ্পিত বিতানে যেথা আছে সৌন্দর্য্য-প্রলাপ,
সুনিবিড় শ্যামলিমা—
আমি রহি নিদ্রাহীন—মরণমরুর আতপ্ত দীর্ঘশ্বাস মাঝে।
বিস্মরণী নদী বহে ঘুরে ঘুরে—গাহে গান ঃ
"ভোল ভোল সব ভোল।"
ভুলিতে পারি না, তাই আসি
নিত্যকাল নিশীথের পাখায় করিয়া ভর।
একি ! একি ! মোর নাম—মোর নাম কেন বাজে
স্বপ্নসুখী কণ্ঠে তব !
সঙ্গীতের সুরেলা আলাপ মাঝে—
একি আজ বেসুরো বিলাপ ?
আমার প্রয়াণকালে কহ নাই কথা,
কেন তবে আজ মোর নাম-তিক্ততায়

পাণ্ডুর করিছ তব সুরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ?
ভোল' মোরে, ভুলে যাও।
ভুলের স্বপন পথে চল তুমি আপনার লাস্যছন্দে—
মোর তরে থাক প্রিয়া স্মরণের চির ব্যথা—
ঘন নীল স্মৃতি বিষজ্বালা !
আর নয়, যাই আমি।
ঘুম ঘুম আয় ঘুম আয়ত নয়ন পাতে
আমার প্রিয়ার।
উষসীর কণক-তোরণে এখনি আসিবে
সপ্তাশ্ব সারথি—তমিস্রার চিরবৈরী।
মেরুর শীতল বায়ু করে মোর শ্বাসরোধ—
আর নয় যাই প্রিয়া।
ঘুম ঘুম নিঃঝুম ঘুমাও পৃথিবী
ঘুমাও মানসী মোর, ঘুমাও ঘুমাও—

এমন উৎসব-রাতে—

বহুকাল—বহুকাল পরে তোমাদের ধরণীতে
আসিয়াছে একটি উৎসব-রাতি—যেন অতিথিনী
আসিয়াছে যুগান্তের অপরিচিতার অপরূপ
রূপরাশি ল'য়ে। তোমরা জান না তারে ;—আমি কবি
মোর ছন্দে নীড় বাঁধিয়াছে অস্ফুট রহস্য কত !
কিন্তু শোন আমিও চিনি না এই মঞ্জু রজনীরে।
আসিয়াছে অতিথিনী—আকস্মিক প্রেমের সঞ্চার
যেন। মদালস শেফালিকা-শাখে মুকুলেরা আজ
করে এই কাণাকাণি—কে এল দুয়ারে মৃদু পায়ে ?
কলঙ্কী শশাঙ্ক ভুলিয়াছে কলঙ্কের যত কথা
আজিকার অধীর আনন্দে।

এমন উৎসব-রাতে
কার চোখে ঝরে জল ? তুমি বুঝি চির-বিরহিণী ?
তোমার প্রেমের ঘাটে ভিড়ে নাই দয়িতের তরী।

উৎসবের দীপ্ত নভে তাই তুমি গড়িবারে চাও
বেদনার ঘন কৃষ্ণ মেঘ !

এমন উৎসব-রাতে

কে তুমি কাঁদিছ একা ? চির-ভিখারীর ছিন্ন বেশ
বিবশ অঙ্গেতে তব ! বুভুক্ষার তীব্র অভিশাপ
নয়নে জ্বলিছে যেন জ্যোতিহীন জ্বালা হয়ে আজ !
মুহূর্ত্তে ক্রন্দন তব নীল বাষ্প হয়ে ছেয়ে যায়
আনন্দের উজ্জ্বল আকাশে।

এমন উৎসব-রাতে

দূর হতে ভেসে আসে বিলাপের বিষদগ্ধ সুর !
কাঁপে প্রাণ !—শিহরায় দিগন্তের ভীরু তারাগুলি !
কে-গো তুমি, প্রাণহীন শ্মশানের চিতাভস্ম মাঝে
অবিরল ফেল তব নয়নের ব্যর্থ অশ্রুজল ?
জান না কি তুমি, উষর শ্মশান অকৃতজ্ঞ বড়,
স্বার্থপর অতি—নিতে জানে, ফিরে নাহি দেয় কভু !
আজি হ'তে অশ্রু তব সাথী।

এমন উৎসব-রাতে

অন্ধকার কল্প-লোকে কাঁদি আমি ধরিত্রীর কবি !

কাঁদি আমি তাহাদের লাগি কাঁদিয়া কাঁদায় যারা।
নিষ্ফল আমার প্রাণে আনন্দের সৌরভ বিথার ;
উৎসবের আশ্লেষ-প্রলাপে বিলাপ হইয়া ঝরে
অন্তরের নিরানন্দ মেঘলোকে। স্মৃতি তার রহে
অশ্রুধারা রূপে !

অলক্ষ্যে রহিয়া কাঁদে মহাকাল

জানে না ক্রন্দন যেবা চিরদিন রুদ্র ধ্বংস-রূপী—
সে-ও কাঁদে মৃত্তিকার শিশুদের লাগি। আর কাঁদে
ভগবান—নিজ কারাগারে—সৃষ্টির ব্যর্থতা হেরি।

চাঁদ

আমার নয়ন পারি নাই দিতে তোমারে আমি—
তাই বুঝি হায় পেলে না খুঁজিয়া প্রিয়ারে মোর !
আরো কাছে এসো, কানে কানে কহি নিশানা তার,
এবার বন্ধু না পেলে তাহারে পাবে না আর।
নিঝুম পাহাড়ে যেথায় ঝিমায় ঝাউএর বন—
সেথায় দেখিবে নিতল আকাশে নিটোল চাঁদ,
আমার চাহনি কালো তিল হলো কপোলে তার ;
হিংসুকী তারা চোখের কিনারে বাঁকায়ে চায় !

আমার পরাণ পারি নাই দিতে তোমারে আমি
তা হলে বুঝিতে কেন সে চাঁদেরে পরাণ দিনু ;
কি হবে বুঝিয়া—চ'লে যাও তুমি নাহি যে রাত,
ভুল ক'রে যেন নীল পাহাড়ের ভুলোনা পথ !
দেখিও বন্ধু কহিও না কথা ফেলোনা শ্বাস,
কুয়াসা-ঘোমটা দিবে যে টানিয়া লাজুক মেয়ে !

মরুভূমি কথা কয়

মরুভূমি কথা কয়, আমি শুনিয়াছি—শুনিয়াছি ভাষা তার।
নিষ্কম্প গগন-তলে শশাঙ্ক মরিয়া গেলে ম'রে গেলে তারা
তমসার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ঊর্দ্ধে চ'লে যায় বাণী-স্রোত এক—
অগ্নিপ্রভ সুতরল সে-উৎসার লক্ষ্য তার অলক্ষ্য অলকা।
আমি শুনিয়াছি সেই ভাষা—ঊষর মরুর বিদগ্ধ কাহিনী।
তোমরা কি জান', এ-মরুর বিকট বিশাল বক্ষে যেথা আজ
বালুকার গৈরিক নিশ্বাস সেথা ছিল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস—
সুনীল সলিল অতল অশান্ত ক্রীড়ারত ; ছিল বক্ষে তা'র
অয়স্কান্ত মণি-মুক্তাহার। বাসন্তী পূর্ণিমা-রাতে মদালস
জ্যোৎস্নারূপে চাঁদের আশ্লেষ ছড়ায়ে পড়িত দূর হতে দূরে
এ-সমুদ্রে জাগিত জোয়ার। জলকন্যাদের নিদ্রা যেত টুটে !
রূপালী চাঁদের আলো কি জানি কি কহিত তাদের কানে কানে
জলধির জল-যবনিকা ভেদি'। প্রবালের সৌধ ছাড়ি' তা'রা
বাহিরে আসিত ভীরুপদে—বাতাস ফেলিত না মৃদু নিশ্বাস—

তরঙ্গ-নাগিণীদল নেন কিসে সম্মোহন মায়া যাদু-স্পর্শে
ঘুমায়ে পড়িত। সমুদ্রের বেলা-তটে সোপান গড়েছে যেথা
শ্বেত শুক্তি-শঙ্খমালা সেথা তা'রা—জলকন্যাদল কৌতূহলে
আকুলিয়া কাজল কবরী কহিত কত না কথা কল-কণ্ঠে!
সে-কথার মধু-মদিরতা আজো আছে মিশে যেন নভোচারী
দূরগামী বলাকার বিবাগী বিলাপে! আজ তা'রা হেথা নাই—
নাই সমুদ্রের সজল বৈভব—প্রবালের গুপ্ত মায়াপুরী।
সহসা অসংখ্য সূর্য্য জলদর্চ্চিজ্বালামুখে চকিত চুম্বনে
হেলাভরে শুষিয়া লয়েছে কবে অতলের অপার ঐশ্বর্য্য!
সমুদ্রের বিশুষ্ক কঙ্কাল রহিল পড়িয়া—স্মৃতিদগ্ধ অস্থি!
তা'রে কহি মরুভূমি—বিধাতার বিশ্বমাঝে পরম বিরহী!
সাগরের শেষ নিশ্বাস অসহ্য আতপ্ত 'লু' আজিও শ্বসিছে
এই মরুর বিদীর্ণ বক্ষে!

সে-বিষাক্ত বিরহের ইতিকথা
আমি জানি; আমি শুনিয়াছি আর্ত্তনাদ,—বিজন বেদনা ল'য়ে
সমুদ্রের অভিশাপ-বাণী অতীতের অবরুদ্ধ গুহা হতে
আসিয়াছে ছুটে! আমার মমতা দিয়ে চিরবর্ত্তমান
করে যাই তারে পৃথিবীর বুকে।

যদি কোন দিন মনে মনে
সাধ জাগে তোমাদের বুঝিবারে সে প্রেত-কথিকা হেথা এসো
মোর গান কণ্ঠে করি'—ফাল্গুনের চম্পাবনে অশ্রুত যে গান,
আকাশের কবি শশী তারকার বরমাল্য কণ্ঠে যার দোলে
সেই চাঁদ পারে নাই যে-গান গাহিতে কভু আলো-বীণা ল'য়ে
সেই গান সেই সুর অকস্মাৎ যদি বাজে তোমাদের সুরে
এসো তবে হেথা; মরুভূমি হয় তো কহিবে কথা—কত কথা
তোমাদের সনে—হয় তো বুঝিবে সেই শোকতিক্ত তৃষাময়
অবচেতনার বাণী।

তা' না হয় আসিও না বন্ধু শান্তিগেহ
ছাড়ি' দুঃখ পেতে দুঃখ দিতে অভিমানী-মরুভূর হিয়ামাঝে
আসিও না ব্যথাকীর্ণ পথে যেথা পান্থ আমি পৃথিবীর কবি।

নব মেঘদূত

তুমি আর আমি, আর কেহ নাই ঘরে,
পাশাপাশি নয়—ব্যবধান রহে মাঝে।
বাদল-রজনী বাহিরে কেবল কাঁদে,
কাজলের মত আঁধার গলিয়া পড়ে।
নিভে গেছে পথে জোনাকী-দীপান্বিতা;
আকাশের চাঁদ জলদ-রাহুর ভয়ে
লুকায়ে রয়েছে তোমার পেলব মুখে।
তুমি আর আমি আর কেহ নাই আজি,
মাটীর ঘরেতে মাটীর প্রদীপ জ্বলে!
কত মালবিকা, কত সে যক্ষ-বধূ
তোমার পরাণে ঘুমায়ে রয়েছে আজো;
কত বনানীর কত সে মেঘের ছায়া
তোমার নয়নে রচিল ইন্দ্রজাল!
মনের মানসী ধরিলে কান্ত কায়া—

আমার প্রেমের তুমি যে তাপসী নারী!
কহিব না কথা আনিব না ডেকে পাশে
টুটে যায় পাছে দূরের মোহন যাদু—
ভেঙ্গে যায় পাছে স্বপন-বালির বাঁধ!
মোর পানে নয়—সুদূর অতীত পানে
চেয়ে থাক' তুমি মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি;
আমার মনের নব মেঘদূত-গাথা
তোমারে ঘেরিয়া গড়িবে অশ্রু-নদী—
ধীরে ধীরে ঘুম নামুক চোখের' পরে
মাটীর প্রদীপ নিভুক মাটীর ঘরে।

তুমি এসেছিলে

এ আমার স্বপ্ন নয় এযে মম আনন্দ-কাহিনী!
বৈশাখী আকাশে মোর—পিঙ্গল আকাশে শুভদিনে
এলো যেন জল-ভরা নীল মেঘ সুস্নিগ্ধ শীতল!
মরুর তৃষ্ণার্ত্ত বুকে কার আমন্ত্রণে লীলাচ্ছলে
উঠিল জাগিয়া এক সুচঞ্চলা স্নেহ-ঝর্ণাধারা!
শোন' তুমি শোন' আজ অসহ্য সে আনন্দ-কাহিনী।
সেদিন আকাশ মাঝে
সপ্তর্ষিমণ্ডলে আমি সহসা হেরিনু দিব্যজ্যোতি;
চাঁদেরে ঘেরিয়া নভে নৃত্যশীলা সাতাশটি তারা
আনন্দের আবর্ত্তনে বিচ্ছুরিয়া বাণ-তীক্ষ্ণ আলো
মোর সাথে করিল কি বাণী-বিনিময়! বনে বনে
সমুদ্রের পবনের আকুল আহ্বানে বেণু-বীণা
উঠিল ধ্বনিয়া! রজনীগন্ধার বুকে—তৃণ-ফুলে
সৌরভ-নির্য্যাস হলো উচ্ছ্বসিত!—এযে কিছু নয়

আর কিছু নয়—তুমি, ওগো প্রিয়া তুমি এসেছিলে
আমার নিরাশা-মাখা কুটীরের মাঝে ক্ষণ-তরে।
তোমার নয়ন-নীলে নরম মেঘের স্বপ্ন-মায়া
দেখেছিনু আমি। আকুল কুন্তল-ছায়ে ছিল নাকি
মধুলোভী মন্দানিল? নার্গিসের প্রেম-মধুরিমা
ঘুমাইয়া ছিল যেন তোমার কম্পিত বক্ষ মাঝে!
আমারে কহিলে তুমি কত কথা প্রবল উচ্ছ্বাসে
পাষাণের কারা ভাঙ্গি ঝর্ণা যেন অজস্র-ধারায়
ঢেলে দিল প্রলাপ-বচন! ভুলিয়াছি কথাগুলি,
ভুলি নাই কথার ক্ষমতা। অশ্রু-রুদ্ধ আঁখি মোর
চাহিতে নারিল হায়। তব কণ্ঠে উঠিল ডাকিয়া
যেন ভীরু কাতর কপোতী!—চ'লে গেনু কত দূরে
অতীতের পারে। হারানো দিনের সে-সুরমায়াবী
সে অরফিয়ুস দিয়ে গেল মোরে বাঁশরী তাহার।
কত জনমের ক্রন্দন আমার পড়িল ঝরিয়া
সে-বেণুর সুরে সুরে। বন্দী হিয়া ভাষা পেল তার।
আপনার মনে আপনার মোহে বাজায়ে বাঁশরী
সহসা চাহিয়া দেখি—ওগো প্রিয়া তুমি গেছ চলি'।

সপ্তর্ষি মলিন-আঁখি,—ক্লান্ত শশী গেল অস্তাচলে।
কাঁদিল সাতাশ তারা। তবু শান্তি তুমি এসেছিলে—
ক্ষণিকের সে-আনন্দ রেখে গেল অনন্ত সম্পদ।
তুমি এসেছিলে—সে মোর নয়নে মনে হবে জেনো
অমর্ত্ত্য স্বপন—মোর অনাগত কবিতার প্রাণ।
তুমি এসেছিলে তাই হোক ললিত সঞ্চয় মম॥

বন্ধন

অশান্ত হিয়া পার' কি বাঁধিতে পার' কি তুমি?
খাঁচা-ভাঙা নীল পাখীটিরে বাঁধে কাননা-শাখা—
বৈশাখী মেঘে ধরিয়া রেখেছে পাহাড়-চূড়া
কলঙ্ক-রেখা যে-গরবে ধরে শোভন শশী—
সে-মোহ তোমার আছে কি মানসী শুধাই আজি
শুধাই তোমায় অশান্ত হিয়া নিবে কি তুমি?
তার-ছিঁড়ে-যাওয়া মৌন বীণায় একটি সুর
দীপ-শিখাসম আঙ্গুলে তোমার জাগাতে পার'?

যদি পার' তাহা জান' যদি সেই কুহক তুমি
এসো তবে হেথা কণ্টক-গাঁথা বাসর মাঝে
জীবন আমার তুলে দিব আমি তোমার পায়ে
এমন কি জেনো মরণ রহিবে তোমার হাতে,
তা যদি না পার' কি কাজ আসিয়া রহিও দূরে
কি হবে মিলনে তার চেয়ে মোর বিরহ ভাল।

বিরহের একরাত্রি

তুমি নাই, আছে তব অন্তহীন স্মৃতি অনন্তের কোলে।
শুক্লা চৈত্র-রাতে নির্ম্মেঘ অম্বরে চাঁদের প্রদীপ দোলে
অনির্ব্বাণ প্রেমে—সেথায় রাখিয়া গেছ নয়নের জ্যোতি
আকাশ-বাসরে অদেহী রূপের তব অনিন্দ্য আরতি।
তুমি নেই, আছে প্রেম আছে ব্যথা আছে তিক্ত অশ্রুমম
সেদিনের তুমি আজি এলে ফিরে মৃত্যুহীন মৃত্যুসম।
একটি চম্পক-ফুল তুলিয়া বুঝি-বা দিয়েছিনু কেশে
ফেলে-যাওয়া সে-ফুল হাসিছে অরণ্যের কোটী চম্পাবেশে।

তুমি নাই, আঁখি মোর দৃষ্টিহারা তপ্ত অশ্রুজলে ভাসা
পৃথিবীর বর্ষা আসি মোর বক্ষে বাঁধে শ্রাবনের বাসা।
তবু মনে হয় তুমি হেথা নাই ব'লে আছ লক্ষ হয়ে
যে-কথা আছিল মনে অবাধ্য প্রলাপে আমি যাই ক'য়ে—
উৎসব-প্রমত্তা ধরণীর ক্ষুদ্র প্রাণ প্রেমিক-প্রেমিকা
বুঝিবে না কার লাগি নিজ বক্ষে জ্বালি চিতা-হোম-শিখা!

পৃথিবীর মৃত্যু

তোমাদের এ পৃথিবী বাঁচিবে না।
যে-অদৃশ্য শক্তিপুঞ্জ হতে আদিহীন নামহীন ক্ষিপ্ত আবর্ত্তনে
জনম লভিল এই মৃত্তিকার ধরা সে শক্তি মরেনি আজো!
ধরিত্রীর প্রতি-ধুলিকণা প্রতি জলবিন্দু বক্ষে তারে রাখে আবরিয়া
যেন দৈত্যশিশু ওরা ভুলে আছে ভুল-করা ঘুম পাড়ানিয়া গানে।
এ-তন্দ্রালু নীরবতা রাখিয়াছে ঢেকে অনুচ্চার কৃষ্ণ বিভীষিকা—
আজো যাহা আসে নাই আছে শুধু আসিবার রুদ্ধ প্রতীক্ষায়।
পৃথিবীর পরমায়ু হইয়াছে শেষ।
অজানা অনামী সেই বিদ্যুতিক জ্বালা যারে তুমি দেখ নাই
যারে দেখা যাইবে না কভু, যে রহিল চিরন্তন
প্রেত রূপে—অদেহী অলক্ষ্য ভীতি মৃত্তিকার মানবের—
তার ঘুম ভাঙ্গিবার সময় ঘনায়ে আসে!
নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তাই বিশ্বচরাচর জাগে অতন্দ্র নিয়ত।
একদিন অকস্মাৎ হয়তো বা যাদুস্পর্শে হয়তো বা অকারণে
নিদ্রার নিগড় টুটি' সুষুপ্ত সে বহ্নিজ্বালা বাহিরিবে

হিংসার আনন্দ লয়ে। ধরণীর অণুপরমাণু উঠিবে জ্বলিয়া
আপনার ধ্বংস লাগি।
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস মৃত্যুদগ্ধ আর্ত্তনাদে হইবে বিলীন।
বাতাস মরিয়া যাবে ;
শুধু জ্বালা, জ্বালা শুধু শ্বাস রুধি' মৃত্যু দিবে মৃত্তিকার মানবেরে।
সুশ্যামল বসুন্ধরা যেথায় ফুটেছে ফুল গাহিয়াছে পাখী—
মৃত্তিকার নর হাসিয়াছে মিলনের পরম পুলকে
কাঁদিয়াছে বিরহের অন্ধ অন্ধকারে—তোমাদের সেই পৃথিবীর
কিছুমাত্র রহিবে না, রহিবে না স্মৃতি তার।
অপার অতল মহাশূন্য মাঝে শুধু ক্ষীণ আবর্ত্তন
হয়তো রহিবে পৃথিবীর মরণের দিতে পরিচয়।
তুমি আর আমি আজো আছি ধরিত্রীর বুকে—আছে মোর
অনুপম মহাপ্রেম তোমা লাগি—আছে তব তীব্র অবহেলা
মোর তরে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাশ্লিষ্ট জলধির মত
আমি আসি উদ্বেলিত প্রেমের জোয়ার লয়ে তোমার পাষাণ-তটে,
ফিরে যাই নির্বিষ নিষ্ফল হাহাকারে।
কিছুই করিতে নারি—
তুমি থাক অবহেলে আপনার স্ব-গর্ব্বিত শৈলচূড়া পরে।

তুমি আর আমি আজো আছি :
পৃথিবীর শেষ দিনে কোথায় রহিব মোরা—
কোথা রবে পরাজিত প্রেম মোর,
কোথা রবে নভোস্পর্শী অবহেলা তব জয়ের গৌরব লয়ে ?
সেই দিন সর্ব্বগ্রাসী নীহারিকা মাঝে হবো নাকি অবলুপ্ত
আমি তুমি—নর নারী—দুটি আত্মা দেহতীত মৃত্যুময়
জীবনের শূন্য কেন্দ্রস্থলে ?
অদেহী সে গতির আবর্ত্ত-লীলামাঝে আমারে স্পর্শিবে আত্মা তব
আপনার অজানিতে। জীবনেরে দাও নাই যাহা দিবে তাই
মহাশূন্য রিক্ত মরণেরে। হে পাষাণী তাই ভালো।
তারপর যদি কোন অনাগত দিনে তোমাদের এ পৃথিবী
আপনি গড়িয়া ওঠে নব সৃষ্টি লয়ে, আমি তুমি—নর নারী
দুটি আত্মা জনম লভিব পুনঃ মৃত্তিকার শিশু হয়ে
হয়তো বা সেই দিন তুমি হবে প্রেমময়ী—আমি হবো পাষাণ কঠিন।
পুষ্পে গন্ধে কুসুমের মাস নব-পৃথিবীর বুকে ফিরে যদি আসে
হয়তো আসিবে তুমি আমার দুয়ারে প্রেমের যোগিনী বেশে
রুদ্ধদ্বার দেখি করিও না রোষ।
যদি পার স্মরণ করিও শুধু আজিকার কথা।

জীবনের ছন্দে গাবো মরণের গান

সেই ভালো
মোর তরে নহে এই সবিতার আলো।
অন্তরে আমার রাজে অন্ধ কারাগার
চির-রাত্রি-ঘেরা; সেথা রুদ্ধ রহে দ্বার।
আলোক-বন্দনা বাজে ধরণীর বুকে,
তমোগৃহে আমি রহি বেদনার সুখে।
কভু যদি ভ্রমবশে মোর বাতায়নে
অতীতের ক্ষীণ জ্যোতি আসে সঙ্গোপনে
নিষ্ফল হইবে শুধু অভিসার তার;
আমি রচি অর্ঘ্য হেথা কৃষ্ণ তমিস্রার।
সেই ভালো
হে সাহারা, বক্ষে মোর নিত্য তুমি জ্বালো
গৈরিক উদাস জ্বালা, ধ্বংস-করা শিখা,—
এ অন্তরে কামনার কুসুম-কলিকা
কভু যদি ফুটে থাকে—ভস্ম হ'য়ে যাক্

সে ভস্মে লুকায়ে শুধু স্মৃতি তার থাক
বেদনার কাঁটা-সম—অন্তরে আমার।
ফাল্গুনের পুষ্পিত সে সুষমা অপার
আমার হৃদয়-দ্বারে ব্যর্থ যদি হয়,
আমি গাব হৃষ্ট মনে রিক্ততার জয়।
সেই ভালো
হে নরক, কৃষ্ণ শিখা এ জীবনে জ্বালো।
যাক টুটে মোর চোখে অমর্ত্ত্য স্বপন।
থেমে যাক বক্ষ মাঝে আশার নর্ত্তন
অসার বৈভব লয়ে; শুধু চাহি আমি
মোরে ঘেরি' সপুলকে আসে যেন নামি
নিষ্ঠুর নরক জ্বালা,—সে যে বন্ধু মোর
নামুক নয়নে আজি অমারাত্রি ঘোর।
মৃত্যুর মাধুরী-বিষে পূর্ণ হোক প্রাণ
জীবনের ছন্দে গা'বো মরণের গান।

আমি যে তোমার কবি

আমারে ভুলেছ, আমি ভুলি নাই ওগো সুন্দরী প্রিয়া
তোমার লাগিয়া চির-পথিকের বেশ,
চাহনির অই কুসুম-শায়কে কখন্ বিঁধিলে মোরে,
সে-দিন আমার হ'লো একি জাগরণ!
তব অঙ্গুলি-অগ্নি-শিখায় পরশি' ব্যাকুল দেহ
একি নব মধু অন্তরে দিলে বঁধু—
আমার আকাশ, আমার বাতাস সহসা চিনিল মোরে
আমি কবি হ'য়ে গানের মালাটি দিনু।

মনে নাই তব? বন-মহুয়ার আতর-বিলাসে মাতি
দোদুল কবরী বিছায়ে মাটীর বুকে
অলস-শয়নে রহিতে চাহিয়া আমার আকুল চোখে,—
হেরি হাসি-রূপ চাঁদ ডুবে যেতো বনে।
দূরের মাঠের ও-পারের হাওয়া চাঁপার গন্ধ মাখি
আসিত তোমার অঙ্গ-পরশ চেয়ে।
ঈর্ষ্যা-মলিন তারাগুলি সব ডুবে যেতো একে একে
বাহু-লতিকায় আমারে বাঁধিতে যবে।

কহিতে আমারে, "ওগো প্রিয়তম, কোথা' পাব এত প্রেম,
কি আছে আমার তোমারে দেবার মত?"
আমি কহিতাম "তোমার লাগিয়া কাঁদিবারে শুধু দাও,
তুমি যে লয়লা, মজনু আমি যে তব।"
সে-কাঁদন মোর আজো ঘুচে নাই, কেমনে অশ্রু রুধি?
অন্ত-বিহীন অন্তের পথে চলি;
চোখে দিলে জল পরাণে গীতালি—তাহে গেঁথে যাই মালা
চির-জনমের আমি যে তোমার কবি।

আজ যদি প্রিয়া তব দূর গেহে জোছনা-মত্ত রাতে
কুসুমের মাসে দখিণা বাতাস আসে
দূর-কাননের মহুয়া-মুকুল ঘুম থেকে যদি জাগে
চাঁপার গন্ধ মদির হইয়া ওঠে,
আন্ কাজে যেতে চকিতে পলকে মোর স্মৃতি যদি বাজে
শেষ গীতি মোর কণ্ঠে লইও তুমি।
তোমার লাগিয়া কাঁদিয়াছি আমি, রচিয়াছি গীতি-মালা
তুমি মোরে হায় করেছ দুখের কবি।

অপরাধী

তোমারে বাসিয়া ভালো অপরাধ যদি
হ'য়ে থাকে কিছু মোর, তবে নিরবধি
সে কলঙ্ক-মসী-রেখা ললাটে আমার
ঘনকৃষ্ণ হ'য়ে থাক্। ঘৃণা-উপহার
আজি দিবে, দাও প্রিয়া,—ব্যথা নাহি পাই,—
একদিন দেছ প্রেম, আজো ভুলি নাই।
লুণ্ঠন করেছি সুধা—দস্যু-বেদুইন
তাই আমি!—ছিনু তবু প্রিয় একদিন।

ভালবাসা ভুলিয়াছ তাই অপরাধী
কহ মোরে নিজ ভুলে। বাহু ডোরে বাঁধি
অশ্রান্ত চুম্বন দেছ—ভুলেছ কি প্রিয়া?
প্রেমের ভৃঙ্গার তব নিঃশেষ করিয়া
অমৃত করেছি পান,—কেন তাহে শোক?
চাহ যদি ভোল মোরে—প্রেম সত্য হোক!

আমি চ'লে গেলে

এই আকাশের সোনার ঝর্ণা আমার নয়নে ঢেলেছে আলো,
রাকা-চন্দ্রিকা মুকুর হ'য়েছে মম;
তেপান্তরের স্বপন জাগায়ে বাতাস আমারে বেসেছে ভালো
নিশীথের তারা ডেকেছে দরদী সম।
বেদনার শত সাহারা-জ্বালায় যখন মুরছি পড়েছে হিয়া
ফুকারি কাঁদিয়া জুটে নাই স্নেহ-বারি,
এই আকাশের মরমিয়া মেঘ জুড়াইল জ্বালা অশ্রু দিয়া
উজাড় করিল শ্যামল স্নেহের ঝারি।

*

এই কাননের রজনীগন্ধা রচিল আমার কণ্ঠ-মালা
কেতকী-পরাগ রয়েছে আমার পথে;
আমার প্রাণের গীতালির মাঝে দোলন চাঁপার গন্ধ ঢালা
মোর গানে জাগে পরীরা স্বপন হ'তে।
আমার ব্যথায় নীল হ'য়ে গেছে এই কাননের ধুতুরা-কলি
ঝরেছে শেফালী অশ্রু লইয়া চোখে;

এই কাননের বেণুর রন্ধ্রে মোর শেষ কথা যাইব বলি'
স্বরে-স্বরে সে যে ঝুরিবে গোপন-শোকে।

*

আমি চ'লে গেলে মোরে চাহ যদি আসিও হেথায় হে মোর কবি ;
নভো-লীন হ'য়ে রহিব বেদনা সম
অস্ত-তারকা করুণ আলোকে আঁকিবে আমার মরম-ছবি
বন-মর্ম্মরে কাঁদিবে কামনা মম।
হেথা বহে মোর অশ্রু-দরিয়া তার গীতি তব কণ্ঠে নিও
যদি কাঁদে প্রাণ ঢালিও নয়ন-বারি
কেতকী-পত্রে মোর নাম লেখি দিও কবি তারে ভাসায়ে দিও
দূর হতে আমি দেখিব স্বপন তারি।

UNIVERSITY OF CHICAGO
100 594 644